জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ২, সংখ্যা ৯, জুলাই,আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২১

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার

তামাক কোম্পানিকে আর পুরস্কার দিবে না শিল্প মন্ত্রণালয়

বিএনটিটিপি ডেস্ক

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কারের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে গত ১১ আগস্ট নতুন নীতিমালা প্রকাশ করেছে মন্ত্রণালয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং প্রশংসনীয় বলে মনে করছেন তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষকরা।

বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোসহ তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছর ধরে ... বিস্তারিত

২০৪০ সালের আগেই বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব : কৃষিমন্ত্রী

বিএনটিটিপি ডেস্ক

পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য উন্নত দেশগুলোতে তামাক চাষ বন্ধ করা হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের মতো দেশগুলোয় তামাক চাষের প্রসার ঘটিয়েছে। তারা আমাদের মাটি, পানি, বায়ু দূষিত করছে। আমাদের কৃষিজমি রক্ষায় তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। সবাইকে নিয়ে একটি রোডম্যাপ ... বিস্তারিত

সিগারেটে ১২.৫ শতাংশ কর বৃদ্ধির করলো ইন্দোনেশিয়া

বিএনটিটিপি ডেস্ক

ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রী শ্রী মুলিয়ানি সিগারেটের ওপর ১২.৫ শতাংশ কর বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছেন। চলতি অর্থবছর থেকেই এ নীতি বাস্তবায়ন শুরু হওয়ায় দেশের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি সিগারেটের ভোক্তার কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করছে দেশটির সরকার। খবরে বলা হয়েছে, দেশটির অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ২০২১ সালের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্য থেকে বিপুল ... বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয় সম্প্রতি তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কারের জন্য অযোগ্য বিবেচনা করে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। যা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় নিয়ে পুরস্কারটির জন্য তামাক কোম্পানিকে বাদ দেওয়ায় ...বিস্তারিত

এ সংখ্যায় যা থাকছে

- তামাক কোম্পানিকে আর পুরস্কার দিবে না শিল্প মন্ত্রণালয়
- ২০৪০ সালের আগেই বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব : কৃষিমন্ত্রী
- সিগারেটে ১২.৫ শতাংশ কর বৃদ্ধির করলো ইন্দোনেশিয়া
- জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাকের ওপর কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরি
- জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চূড়ান্ত করার দাবি বিশেষজ্ঞদের
- সিগারেটে কর বৃদ্ধি ঠেকাতে মুগাবেকে ঘুষ দেয় বিএটি
- তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ সময়ের দাবি
- তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর বৃদ্ধিতে কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধ করা জরুরি
- তামাকে রাজস্ব বৃদ্ধিতে বাজারব্যবস্থার ওপর নজরদারির দাবি

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেসময় তিনি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন তামাক মুক্ত দেশ গড়তে দেশে একটি সর্বাঙ্গীন 'তামাক কর নীতি'র কোনো বিকল্প নেই।
বাংলাদেশের তামাক কর নীতি ... বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য নীতি কথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র। ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২।
ফোন +88(02) 9880363; E-mail: info@bnttp.net, bnttpbd@gmail.com
website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ২, সংখ্যা ৯, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২১

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাকের ওপর কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরি

সাইফুদ্দিন আহমেদ

বিশ্বে প্রতিরোধযোগ্য রোগ এবং অকাল মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ তামাক। এটি ব্যক্তির কর্মক্ষমতাও হ্রাস করে। বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে নানা পদক্ষেপ। পৃথিবীতে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে অন্যতম কার্যকর ও স্বীকৃত পন্থা হচ্ছে মূল্য ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কর বৃদ্ধি। এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী পার্টি রাষ্ট্রগুলোকে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে কর বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছে। ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোলের আর্টিক্যাল ৬-এ ... বিস্তারিত

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ সময়ের দাবি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে আগামী অর্থবছর থেকেই সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করতে হবে। বিশ্বের ১২৮টি দেশ তামাকে সুনির্দিষ্ট করারোপ করে ইতোমধ্যে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করছে। একইসঙ্গে ওইসব দেশে উল্লেখযোগ্য হারে ধূমপায়ীর হারও কমে গেছে। ... বিস্তারিত

তামাকে রাজস্ব বৃদ্ধিতে বাজারব্যবস্থার ওপর নজরদারির দাবি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী থাকা জরুরি। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশও রয়েছে। মানুষকে সচেতন করার জন্য ছবি পরিবর্তনও প্রয়োজন। সতর্কবাণী নিশ্চিত করার পাশাপাশি কর আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ... বিস্তারিত

সিগারেটে কর বৃদ্ধি ঠেকাতে মুগাবেকে ঘুষ দেয় বিএটি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সিগারেটের ওপর কর বৃদ্ধি ঠেকানো, কর ফাঁকিসহ নানা ধরনের বেআইনি সুযোগ নিতে জিম্বাবুয়ের প্রয়াত সাবেক একনায়ক প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে-কে বিশাল অঙ্কের ঘুষ দিয়েছিলো ব্রিটিশ আমেরিকার টোব্যাকো (বিএটি)। বিবিসি প্যানোরোমার এক তদন্তে এ তথ্য উঠে এসেছে। খবরে বলা হয়েছে, তদন্তের নথি বলছে, ২০১৩ সালে মুগাবের জানু-পিএফ পার্টিকে ৩ লাখ ডলার ও ৫ লাখ ডলার দেয় বিএটি। শুধু তাই নয়, জিম্বাবুয়ের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকায়ও কোম্পানিটির ঘুষ দেয়ার তথ্য উঠে এসেছে। ... বিস্তারিত

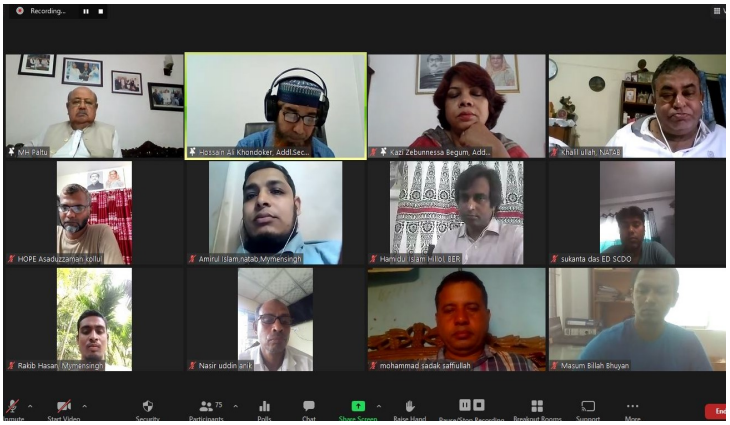

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চূড়ান্ত করার দাবি বিশেষজ্ঞদের

বিএনটিটিপি ডেস্ক

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চূড়ান্ত না হওয়ায় এ খাতের অর্থ যথাযথভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন তামাকবিরোধী আন্দোলনের কর্মীরা। তারা বলছেন, এই অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় না হওয়ায় তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তা অন্তরায় হিসাবে দেখা দিচ্ছে। গত ৮ জুলাই সকালে '২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ... বিস্তারিত

তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর বৃদ্ধিতে কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধ করা জরুরি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করার জন্য অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বহুদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এরপরও তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর আশানুরূপভাবে বাড়ছে না। মূল্য ও কর না বাড়ার পিছনে এখন পর্যন্ত যতগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হলো তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর ও মূল্য বৃদ্ধি রুখতে তামাক কোম্পানিগুলোর স্পষ্ট হস্তক্ষেপ। গত ২৬ আগস্ট ২০২১ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র সমন্বিত উদ্যোগে 'তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও কর বৃদ্ধি রোধে কোম্পানির প্রভাব' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর বৃদ্ধি রোধে কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধ করার দাবি জানান। প্রত্যাশা ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ২, সংখ্যা ৯, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২১

পুরস্কার দিবে না শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রথম পাতার পর

বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এই পুরস্কার পেয়ে আসছিলো। ফলে এমন এক সময় শিল্প মন্ত্রণালয় এই পদক্ষেপ নিলো যখন বাংলাদেশ করোনাভাইরাস মহামারি অতিক্রম করছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাককে করোনা সংক্রমণ সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেস্ত্রে দীর্ঘদিন ধরে 'রাষ্টপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' দিয়ে আসছে শিল্প মন্ত্রণালয়। কিন্তু তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে কোম্পানিটির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির পদের বিপরীতে ০.৬৪ শতাংশ শেয়ার থাকার সুবাদে সরকারের কাছ থেকে নানা ধরনের ব্যবসায়িক সুবিধা আদায় করে নিয়ে আসছে বলে অভিযোগ করে আসছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগের ফলে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশে কর্মরত তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো।

বাংলাদেশে প্রতিবছর এক লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ তামাক ব্যবহারের কারণে অকালে মারা যায়। একইসঙ্গে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় প্রতিবছর ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়। ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তামাক ব্যবহারের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেই ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

সূত্র : বিবিসি

প্রথম পাতায় ফিরে যান

সম্পাদকীয়

প্রথম পাতার পর

শিল্প মন্ত্রণালয়কে সাধুবাদ জানাই। তামাক বিষয়ক আন্তর্জাতিক ওয়েবপোর্টাল টোব্যাকো অ্যাটলাসের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ তামাক ব্যবহারের কারণে অকালে মারা যায়। একইসঙ্গে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় প্রতিবছর সরকারের ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়। ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তামাক ব্যবহারের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেই ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি। এজন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তামাকজাত দ্রব্যে উচ্চ মূল্য নির্ধারণ ও সুনির্দিষ্ট করারোপ করা প্রয়োজন বলে দাবি করে আসছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ। গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে নিয়ে গেলে তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের হার কমে যায়। বিশেষ করে তরুণরা তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ শুরু থেকে বিরত থাকে।

বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোসহ তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহ প্রতিবছর বিভিন্ন ইস্যুতে তামাক কোম্পানিকে পুরস্কৃত করার নিন্দা জানিয়ে আসছে। এভাবে পুরস্কার প্রদান জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হানিকর পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের ব্যবসায়িক প্রসারে উদ্বুদ্ধ করে এবং জনগণের মধ্যে তাদের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা দেয়। অথচ তারা এমন একটি পণ্য উৎপাদন করে যা মানুষকে ক্যান্সারের মত ভয়াবহ রোগের পথে নিয়ে যায়। যার শেষ পরিণাম কষ্টকর মৃত্যু। এটি দেশের সার্বিক জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতির জন্য মারাত্মক নেতিবাচক।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত জনস্বাস্থ্যের জন্য ইতিবাচক এবং একটি নতুন দিনের সূচনার ইঙ্গিত। জনগণের পক্ষে থাকার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ। প্রত্যাশা করি তাদের অনুসরণ করে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানও তাদের পুরস্কারের জন্য মৃত্যুর ফেরিওয়ালা তামাক কোম্পানীকে অযোগ্য ঘোষণা করবে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

কর বৃদ্ধির করলো ইন্দোনেশিয়া

প্রথম পাতার পর

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে সরকার। আর সেই লক্ষ্যেই এ কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে ১৭৩.৭৮ ট্রিলিয়ন রুপিয়া বা ১২.৩ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব আদায় হবে। (বাংলাদেশী মুদ্রায় ১ লাখ ৪ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা)।

তবে কর বৃদ্ধির এ হার যথেষ্ট নয় বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে দেশটির তামাক বিরোধী সংগঠন ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। দেশটির টোব্যাকো কন্ট্রোল সাপোর্ট সেন্টারের চেয়ারম্যান সুমার্জাতি আর্জোসো বলেছেন, সিগারেটের যে হারে কর বৃদ্ধি করা হয়েছে তা বিগত বছরগুলোর তুলনায় বেশি হলেও এটা ধূমপায়ীর হার বিশেষত শিশু ও নারীদের ধূমপানের হার কমাতে যথেষ্ট নয়। করের হার যদি ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি খুচরা বিক্রয় মূল্য ৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয় এবং খুচরা শলাকা বিক্রি বন্ধ করা হয় তাহলেই কেবল ধূমপায়ীর হার কমাতে প্রভাব ফেলবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনযায়ী দেশটিতে বর্তমানে ধূমপানের হার ২৯ শতাংশ। যা চীন ও ভারতের পরেই অবস্থান করছে। ২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী দেশটিতে ১৫ বছর বেশি বয়সীদের ধূমপানের হার ৩৩.৮ শতাংশ। যা সারাবিশ্বে সর্বোচ্চ। এছাড়া দেশটিতে ৬২.৯ শতাংশ পুরুষ ও ৪.৮ শতাংশ নারী ধূমপান করে। তবে দেশটির জন্য হতাশার বিষয় হলো ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের মধ্যে ধূমপানের হার ৭.২ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.১ শতাংশ।

দেশটির আইএকেএমআই এর চেয়ারম্যান বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ায় ধূমপায়ীর হার উল্লেখযোগ্য হারে না কমার অন্যতম কারণ তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য উচ্চ হারে বৃদ্ধি না হওয়া। একইসঙ্গে স্বল্প মূল্যে এসব দ্রব্য খুচরা বিক্রি হওয়া। এখানে মাত্র ১৪ পয়সায় সিগারেট পাওয়া যায়। একইসঙ্গে আইনে ১৮ বছর বয়সের নিচে কারো কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি ও গ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এটা দেশে অহরহ ঘটলেও খুচরা বিক্রয়কারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না।

তবে দেশটির সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করায় আগের তুলনায় ধূমপায়ীর হার হ্রাস পেয়েছে। ২০১৫ সালে ৬৬.৬ শতাংশ পুরুষ ধূমপান করলেও সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৬২.৯ শতাংশে। তবে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছে, সুনির্দিষ্ট করারোপ করেই কেবল ধূমপায়ীর হার কমানো যায় না। এজন্য উল্লেখযোগ্য হারে কর বৃদ্ধি করে তামাকজাত দ্রব্যকে তরুণদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। যাতে তারা ধূমপান শুরু করতে অনাগ্রহী হয়। তাহলেই কেবল ইন্দোনেশিয়ায় ধূমপায়ীর হার কমে আসবে।

সূত্র : তুরস্কের সংবাদ সংস্থা আশিয়ান আনাদুলু।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ৯, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২১

২০৪০ সালের আগেই বাংলাদেশকে

প্রথম পাতার পর

করে কাজ করলে ২০৪০ সালের আগেই বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক।

টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভির্সিটি, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) ও বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোটের (বাটা) যৌথ আয়োজনে গত ১২ জুলাই 'তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য উৎপাদনে করণীয়' শীর্ষক ওয়েবিনারে তিনি এ কথা বলেন।

সংসদ সদস্প্র ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারীর সভাপত্বিতে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। আরও বক্তব্য রাখেন পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সভাপতি অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী হোসেন আলী খোন্দকার, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. গনেশ চন্দ্র সাহা, ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিসের হেডস অব প্রোগ্রাম মো. শফিকুল ইসলাম, সিটিএফকের লিড পলিসি অ্যাডভাইজর মো. মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ এবং উবিনীগের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আখতার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দ্য ইউনিয়ন কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম। সঞ্চালনা করেন টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেলের সহকারী গবেষক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা।

ওয়েবিনারে ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক আরও বলেন, তামাকের বিকল্প অন্য কৃষিপণ্য উৎপাদনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সব সময় প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ কমছে। অল্প জায়গায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তামাকের পক্ষে আমাদের কোনো কর্মসূচি নেই। কৃষক তামাকের বিকল্প যেসব উৎপাদন করছে, সেগুলো বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের আন্তর্জাতিক বাজার বের করতে হবে।

সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, তামাক চাষ কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট, কৃষক ও কৃষকের পরিবারের স্বাস্থ্যহানি, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের কুপ্রভাব আজ সর্বজন স্বীকৃত। কৃষকদের এ ক্ষতিকর তামাক চাষ থেকে বিরত রাখার জন্য বিকল্প ফসল চাষে সহায়তা দিতে হবে। দেশের সামগ্রিকভাবে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে একটি নীতিমালা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি।

এসময় ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের মতো দেশগুলোয় তামাক চাষের প্রসার ঘটিয়ে আমাদের মাটি, পানি, বায়ু দূষিত করছে। তারা যাতে নতুন জেলাগুলোয় তামাক চাষ প্রসার না করতে পারে সেজন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকার প্রতিবছর তামাক থেকে শতকোটি টাকার সারচার্জ পাচ্ছে। এ টাকা কৃষকদের বিকল্প ফসল চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

শাইখ সিরাজ বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে যদি আমার দেশকে তামাকমুক্ত করতে চাই, তবে আমাদের তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কৃষকদের পর্যাপ্ত সুবিধা দিলে তারা বিকল্প ফসল চাষে উদ্বুদ্ধ হবেন। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আমাদের তামাক চাষের নীতিমালা প্রয়োজন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, তামাকের দাম বাড়ানোর জন্য আমরা দীর্ঘদিন দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের ফলে তামাকের ওপর কাঙ্ক্ষিক্ষত পরিমাণ কর বাড়ানো যাচ্ছে না। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে কৃষি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।

ফরিদা আখতার বলেন, তামাক কোম্পানি দীর্ঘদিন এক এলাকায় তামাক চাষ করে না। তামাকের মান রক্ষায় তামাক চাষের জন্য দেশের উর্বর জমিগুলোতে স্থানান্তর হতে হয়। বেশিরভাগ সময় তারা নদীর তীরবর্তী এলাকার জমিগুলো টার্গেট করে। ফলে সহজেই নদীর পানি ও জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুধু রংপুর এলাকায় তামাক চাষে ৫২ প্রকারের উচ্চমাত্রা কীটনাশক ও সার ব্যবহার করে। উচ্চমাত্রার এই কীটনাশক কৃষক পরিবারগুলোর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে। তামাক চাষে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক মূল্যবান গাছ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রাণবৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।

ওয়েবিনারে সারাদেশের জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যায়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠনের প্রতিনিধি ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ দুই শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

বাজারব্যবস্থার ওপর নজরদারির দাবি

প্রথম পাতার পর

তামাকের বাজার ব্যবস্থার ওপরও নজরদারি করা উচিত। গত ১০ আগস্ট টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভির্সিটি, ওয়ার্ক ফর আ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের (বাটা) আয়োজনে 'আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন-বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক গবেষণার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

টিসিআরসির প্রেসিডেন্ট, ডিআইইউর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্প্র ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা ও নাটাবের প্রেসিডেন্ট মোজাফফর হোসেন পল্টু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী হোসেন আলী খোন্দকার, সিএলপিএর রিসার্চ কনসালটেন্ট ও ঢাকা ডেন্টাল কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ আ ফ ম সারোয়ার, তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী ও ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক সাইফুদ্দিন আহমেদ এবং দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম।

অনুষ্ঠানে শামীম হায়দার পাটোয়ারি বলেন, 'তামাক পণ্যের মোড়কে ৯০ শতাংশ ক্ষতিকর ছবি যুক্ত প্রয়োজন। তামাক মুক্ত দেশ গড়তে সরকারি কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। একইসঙ্গে তামাক নিয়ন্ত্রণে ট্যাক্স বাড়াতে হবে। কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত ধীর গতিতে আসছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে রোগী যে হারে বাড়বে, ভবিষতে চিকিৎসা দিতে পারবো না। এটা বাস্তবায়নের আমলা, রাজনীতিবিদসহ সকল স্তরের মানুষের সমন্বয়ে দীর্ঘ মেয়াদি নীতিমালা দরকার।'

মোজাফফর হোসেন পল্টু বলেন, 'তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন থাকলেও প্রয়োগ নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক মুক্ত করবেন। এটি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তারা বড় ভূমিকা রাখবে।'

হোসেন আলী খোন্দকার বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী তামাকমুক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছেন, সেটি বাস্তবায়নে বড়ো বাধা একটা প্রেসার গ্রুপ। তবে এসব দূর করেই আমরা ঘোষণা বাস্তবায়নে কাজ করবো।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ২, সংখ্যা ৯, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২১

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চূড়ান্ত

প্রথম পাতার পর

কর্মসূচি'র প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক এক ওয়েবিনারে তারা এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব) ও ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ (ডব্লিউবিবি) ট্রাস্ট যৌথভাবে অনলাইন মিটিং প্ল্যাটফর্ম 'জুম' এই ওয়েবিনারের আয়োজন করে।

নাটাবের সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টুর সভাপতিত্বে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোলের সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) কাজী জেবুন্নেছা বেগম।

এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) হোসেন আলী খোন্দকার। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বিএনটিটিপি'র কনভেনর রুমানা হক এবং ভাইটাল স্ট্রাটেজিস বাংলাদেশের হেড অব প্রোগ্রামস মো. শফিকুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান এবং স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ। এছাড়া অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক রুমানা হক বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে বর্তমানে প্রচলিত জটিল কর কাঠামো পরিবর্তন করে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করতে হবে। কারণ বর্তমান কর কাঠামোর কারণে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। একইসঙ্গে প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে যে সারচার্জ নেয়া হচ্ছে সেই অর্থ খরচের জন্য একটি রোড ম্যাপ তৈরি করতে হবে। সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠনের বিষয়টি যুক্ত করা যেতে পারে।

শফিকুল ইসলাম বলেন, করোনা মহামারির কারণে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ব্যস্ত। কিন্তু সাধারণ স্বাস্থ্য এড়িয়ে গেলে হবে না। এক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজগুলো এগিয়ে নিতে এনটিসিসি'র অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত করা, লোকবল বৃদ্ধি ও অন্যান্য সংগঠনগুলোকে সংযুক্ত করে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করতে হবে।

কাজী জেবুন্নেছা বেগম বলেন, আমরা অর্থ মন্ত্রণালয় ও এনবিআরকে বর্তমানে প্রচলিত জটিল কর কাঠামো পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করি এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ফল পাবো। এছাড়া এনটিসিসি'র মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স সক্রিয়, তামাক বিরোধী প্রচারণা বাড়াতে স্থানীয় সংগঠনগুলোকে পরিকল্পনায় রেখে শীঘ্রই কিছু বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোকে নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, স্থানীয় সরকার বিভাগের গাইডলাইন বাস্তবায়নেও কাজ করা হবে।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধ করা জরুরি

প্রথম পাতার পর

মাদকবিরোধী সংগঠন'র সেক্রেটারি জেনারেল হেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাস'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আমিরুল ইসলাম লিন্টু, প্রজন্ম মানবাধিকার কেন্দ্র'র সভাপতি আব্দুর রহমান রিজভী, সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক, নাটাব'র প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর এ. কে. এম. খলিলউল্লাহ, টিসিআরসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা, ইপসা'র জেলা সমন্বয়ক মোহাম্মদ ওমর শাহেদ, এইড'র প্রকল্প প্রধান সাগুফতা সুলতানা, সিয়াম'র জেনারেল সেক্রেটারি মো. মাসুম বিল্লাহ, ইলমা'র নির্বাহী পরিচালক জেসমিন সুলতানা পারু, বিইআর'র প্রকল্প পরিচালক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল ও মমতা পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ইয়াকুব আলী। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা সামিউল হাসান'র সঞ্চালনায় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা মিঠুন বৈদ্য।

মো.আমিরুল ইসলাম লিন্টু বলেন, রাজনীতিবিদ ও সরকারি লোক কেনো তামাক কোম্পানির পক্ষে কথা বলেন সে বিষয়ে আমাদের একটি গবেষণা করা উচিত এবং এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তামাক নিয়ন্ত্রনে দুর্বল দিকগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে।

মীর আব্দুর রাজ্জাক বলেন, নকল ব্যান্ডরোল ব্যবহার করে যারা সিগারেট বিক্রয় করছে তাদেরকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত করতে হলে তামাকজাত পণ্যেও কর ও মূল্য বৃদ্ধি করার পাশাপাশি মানুষকে নীতি-নৈতিক দিক থেকে সচেতন করতে হবে এবং এই খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব যাতে সঠিকভাবে ব্যায় হয় সে বিষয়ে সরকারের সদিচ্ছার প্রয়োজন। এ. কে এম. খলিল উল্লাহ বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো সরকারকে যে পরিমাণ রাজস্ব দেয় সে তুলনায় আরো অধিক অর্থ তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা বাবদ ব্যয় হয়।

ফারহানা জামান লিজা বলেন, তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার সরিয়ে নিতে হবে। যারা তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংগঠনগুলোকে এই বিষয়ে আরো জোরালোভাবে কাজ করতে হবে। মো. ওমর শাহেদ বলেন, সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে তামাকজাত দ্রব্যের সুনির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। তামাকজাত দ্রব্য সেবনে, যে সকল পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তাদেরকে সরকারের সামনে তুলে ধরতে হবে। তামাকের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন ও কার্যক্রম বিভিন্ন মিডিয়াতে বেশি বেশি করে প্রচার করতে হবে।

সাগুফতা সুলতানা বলেন, আমাদের আইন আছে কিন্তু তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণে আইনের সঠিক প্রয়োগ হয় না। দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের লোকাল যে গাইডলাইন আছে সে অনুযায়ী যথাযথ ভাবে কাজ করতে হবে। মো. মাসুম বিল্লাহ বলেন, যারা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় তাদের কাছ থেকে সরকার কোনো প্রকার প্রণোদনা নিতে পারেন না। যে সকল সংসদ সদস্য তামাক কোম্পানির পক্ষে কথা বলেন তাদেরকে তামাক বিরোধী কার্যক্রমে যুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতে সমগ্র দেশে এই দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান, মানববন্ধন আয়োজন করা সহ মিডিয়াতে প্রচার প্রচারণা বাড়াতে হবে।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ৯, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২১

মুগাবেকে ঘুষ দেয় বিএটি

প্রথম পাতার পর

দেশ দুটিতে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করতে বেআইনি নজরদারির জন্য কোম্পানিটি এ অর্থ ঘুষ দেয়। এর বিনিময়ে তারা উচ্চ হারে কর বৃদ্ধি, কর ফাঁকির ঝামেলা এড়ানোসহ নানা ধরনের সুবিধা ভোগ করেছে। ব্যাপক দুর্নীতি ও সহিংসতার মাধ্যমে নির্বাচনে জালিয়াতি করে ৩৭ বছর ক্ষমতায় থাকার অভিযোগ রয়েছে প্রেসিডেন্ট মুগাবের বিরুদ্ধে। ২০১৭ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার দুই বছর পর তিনি মারা যান।

এদিকে ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম ও ইউনিভার্সিটি অব বাথের যৌথ অনুসন্ধানে ফাঁস হওয়া হাজার হাজার নথি পেয়েছে প্যানোরোমা। যেখানে দেখা যায়, আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে গোপনে কমপক্ষে ২০০ সিক্রেট ইনফরম্যান্ট বা তথ্য প্রদানকারী এজেন্টের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে অর্থ দিয়েছিল বিএটি। তাদের বেশির ভাগ কাজই আউটসোর্সের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার বেসরকারি নিরাপত্তা কোম্পানি- ফরেন্সিক সিকিউরিটি সার্ভিসেস (এফএসএস)-এ গিয়ে জমা হতো। কালোবাজারে সিগারেটের বিক্রি বন্ধের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালন করতো এফএসএস। এতে কাজ করতেন এমন সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিবিসিকে বলেছেন, বিএটি প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে নজরদারি করার জন্য তারাই আইন লঙ্ঘন করতেন।

এসব ডকুমেন্টে দেখা গেছে, জিম্বাবুয়েতে একটি অভিযানে বিএটির প্রতিদ্বন্দ্বী তিনটি সিগারেট উৎপাদনকারী কারখানাকে বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দেয়া হয় এফএসএসের স্টাফদের। ২০১২ সালে সাভানা টোব্যাকো কারখানায় তল্লাশি চালাতে স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ দেয় এফএসএস। কিন্তু ধরা পড়ে যায় ওই প্রতিষ্ঠান। বেআইনিভাবে নজরদারি চালানোর কারণে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকদের মধ্যে তিনজনকে অভিযুক্ত করা হয়। তাদেরকে গ্রেপ্তার করার মধ্য দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হতে থাকে প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবে পর্যন্ত। তিনি দ্রুততার সঙ্গে এসব ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য দেন। সংশয় প্রকাশ করেন এ ঘটনায় বিএটি'র যুক্ত থাকা নিয়ে।

তদন্তে প্যানোরমা দেখতে পেয়েছে, পর্দার আড়ালে বিএটির পক্ষে কাজ করা কন্ট্রাক্টররা বিষয়টি নিয়ে জিম্বাবুয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতেন। এক্ষেত্রে একজনকে পাঠানো হয় সমঝোতা চুক্তি করতে। ওই কর্মকর্তা নিজের নাম প্রকাশ না করে জানিয়েছেন, গ্রেপ্তার করা ওই তিন পরিচালকের বিষয়ে আলোচনা নিশ্চিত করতে সরকারি বিভিন্ন কর্মকর্তাকে তিনি ঘুষ দিয়েছিলেন। তার ভাষায়, আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, সরকারি এসব কর্মকর্তা প্রত্যাশা করতেন অথবা হা করে থাকতেন স্বাস্থ্যবান একটি এনভেলপের দিকে, যাতে ভরা থাকতো প্রচুর অর্থ।

বিবিসি জানিয়েছে, স্থানীয় মুদ্রায় যে অর্থ ওই ব্যক্তির মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল তা প্রায় ১২ হাজার ডলারের সমান। তাদেরকে বলা হয়েছিল, ওই অর্থ ঘুষ হিসেবে তাদেরকে দিয়েছে বিএটি। আভ্যন্তরীণ একটি মেমোতে তাদের মধ্যকার চুক্তির কথা বলা হয়েছে। জিম্বাবুয়ের একজন সরকারি কর্মকর্তা বলেছেন, জানানো হয়েছিল আসন্ন নির্বাচনে মুগাবের জানু-পিএফ দলকে ডোনেশন দেয়া হবে। মেমোতে বলা হয়েছে, এই ডোনেশনের অর্থ নিয়ে তাদের যাওয়ার কথা প্রেসিডেন্টের কাছে এবং চেষ্টা করার কথা যে, কীভাবে সমস্প্রা সমাধান করা যায়। এতে আরো বলা হয়, ওই অঞ্চলে জানু-পিএফ দলকে এভাবে যে পরিমাণ ডোনেশন দেয়া হয়েছে তার পরিমাণ তিন লাখ থেকে পাঁচ লাখ ডলার। তবে এই অর্থই শেষ ঘুষ ছিল কিনা তা জানা যায়নি।

সূত্র : দেশ রূপান্তর

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

সুনির্দিষ্ট করারোপ সময়ের দাবি

প্রথম পাতার পর

ফলে বিশ্বের সঙ্গে তালমিলেয়ে চলতে হলে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তামাকমুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে তামাকের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

গত ২৭ জুলাই বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি আয়োজিত '২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে তামাক কর : তরুণদের ভাবনা' শীর্ষক একটি অনলাইন টকশোতে বক্তারা এসব কথা বলেন। টকশোতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এর প্রাগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট (ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট) এর প্রজেক্ট অফিসার মিঠুন বৈদ্য এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষক মো. শফিউল আলম। টকশোটি সঞ্চালনা করেন বিএনটিটিপি'র প্রজেক্ট অফিসার মো. ইব্রাহীম খলিল।

টকশোতে বক্তরা বলেন, ২০২১-২২ অর্থবছরে যে হারে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপ করা হয়েছে সেটা তামাকের ভোক্তা হ্রাসে কোনো ভূমিকা রাখবে না। এটা পুরোপুরি কোম্পানির পক্ষে গিয়েছে। এ বাজেটে কোনোভাবে জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় নেয়া হয়নি। তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো যেসব প্রস্তাব দিয়েছিলো সেগুলোর কিছুই এ বাজেটে দেখা যায়নি।

তারা আরও বলেন, বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনেই তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করা সম্ভব। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ১৫(৩) ও ৫৮ ধারায় সেই সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে সরকার চাইলে যেকোনো সময় তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করতে পারে।

আগামী অর্থবছর থেকে তামাকের ভয়াবহতা থেকে তরুণদের বাঁচাতে এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে উচ্চ হারে সুনির্দিষ্ট করারোপ করা না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়ন সম্ভব কঠিন হয়ে যাবে। ফলে এজন্য দূত একটি জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ওপর সরকারকে জোর দিতে হবে বলেও জানিয়েছেন বক্তারা।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ২, সংখ্যা ৯, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২১

কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন জরুরি

প্রথম পাতার পর

তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম মনিটরিংয়ে সহায়ক প্যাকেজ এমপাওয়ারেও কর বৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম আরেকটি উদ্দেস্ত্র জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার দিকে অধিক জোর দিতে হবে। আর্ন্তজাতিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে তামাকের ওপর কর বৃদ্ধি ধূমপায়ী বা তামাক সেবীদের এটি ব্যবহার থেকে বিরত রাখে এবং ক্রয়ক্ষমতার বাইরে থাকায় নতুনদের তামাক ব্যবহারে অনাগ্রহী করে তোলে। ২০১৮ সালের তথ্যানুসারে তামাকের কারনে প্রতিবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ অকালে প্রাণ হারায়। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতি হয় ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা। তামাক শুধু প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবেও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। রাস্ট্রের সার্বিক কল্যাণেই এত বিপুল প্রাণহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনা প্রয়োজন।

বর্তমানে সারা বিশ্ব কোভিড-১৯-এর ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। স্বাস্থ্য বিভাগসহ অন্য বিভাগকে এই নতুন মহামারি মোকাবিলায় রীতিমতো বেসামাল অবস্থায় পড়তে হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, কোভিড-১৯ এর প্রকোপ এতো দ্রুত শেষ হবে না। এর ভয়াবহ প্রভাব আরও দীর্ঘদিন মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলবে। এমতাবস্থায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এক সর্তকবার্তায় উল্লেখ করেছে, 'ধূমপায়ীদের কোভিড আক্রান্ত হবার ঝুঁকি অধূমপায়ীর তুলনায় ১৪ গুণ বেশী।'

কোভিড-১৯-এর সঙ্গে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সরাসরি জড়িত। কারণ এ ভাইরাসটি সরাসরি ফুসফুসে আক্রমণ করে। গবেষণায় প্রমাণিত হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগ এবং মুখগহব্বরের বিভিন্ন ক্যান্সারের কারণও তামাক। ক্ষতিকর পণ্য তামাকের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ একদিকে এটি ব্যবহারে মানুষকে নিরুৎসাহিত করবে, অপরদিকে কোভিড থেকে সুরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রতি বছর বাজেটে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোর ওপর করারোপ না করে সরকার তামাকের মতো জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তামাকের ওপর উত্তোরোত্তর কর বৃদ্ধি সরকারের জনপ্রিয়তা বাড়াবে এবং মানুষকে তামাকের নেশা থেকে বিরত রাখবে। যা ধীরে ধীরে তামাক ব্যবহারজনিত কারণে সৃষ্ট অসুস্থ্যতার হার ও চিকিৎসা ব্যয় কমিয়ে আনবে। ফলে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ও হ্রাস পাবে।

অর্থনীতির সাধারণ নীতি অনুসারে, যেকোনো পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হলে তার ব্যবহার হ্রাস পায়। থাইল্যান্ড, কানাডা, নরওয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের অনেক দেশে কর বৃদ্ধির ফলে তামাক ব্যবহারের হার কমে এসেছে। বাংলাদেশের যে কর ব্যবস্থা সেটি অত্যন্ত জটিল, বহুস্তর বিশিষ্ট এবং দুর্বল। বর্তমানে তামাক কর ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি। তামাকের ওপর সঠিক নিয়মে কর বৃদ্ধি করে এটি মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

নীতি নির্ধারকদের তামাকের ওপর কর বৃদ্ধি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে দূরে রাখতে অনেক সময় তামাক কোম্পানিগুলো দাবি করে, মূল্য ও কর বাড়ার ফলে চোরাচালান এবং অবৈধ বাণিজ্যের বিস্তার ঘটবে এবং রাজস্ব আয় কমে যাওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে। ব্রাজিল, তুরস্ক এবং কেনিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশ আধুনিকায়নের অংশ হিসাবে উন্নত, ডিজিটালাইজড ট্যাক্স ট্র্যাকিং এবং ট্রেসিং সিস্টেম গ্রহণ করেছে। এর ফলে তামাকজাত পণ্যের উচ্চমূল্য সত্ত্বেও এসব দেশে অবৈধ বাণিজ্য এবং তামাক ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে তামাক খাত থেকে রাজস্ব আয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় অনুসারে, ২০৪০ সালের মধ্যে দেশে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হলে সকল ধোঁয়াবিহীন এবং ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্যকে করের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। চার স্তর বিশিষ্ট কর পদ্ধতি ধূমপায়ীদের একস্তর থেকে অন্যস্তরে স্থানান্তরের সুযোগ তৈরি করে। কার্যকর করারোপ ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য স্তরভিত্তিক স্লাব কমিয়ে দুটি স্তরে নিয়ে আসতে হবে। চলতি অর্থবছরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সংসদে যে বাজেট পাশ করিয়েছেন সেখানে তামাকের ওপর কর বৃদ্ধি সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদ্ধতি হলেও বিষয়টি উপেক্ষিত রয়ে গেছে। বিশেষ করে কোভিড মহামারিকালেও সরকারের কাছে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। আমরা প্রত্যাশা করছি জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রীআগামী বাজেটে সুনির্দিষ্ট করারোপ পদ্ধতির প্রবর্তন করবেন।

লেখক : সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

প্রথম পাতার পর

কেমন হওয়া প্রয়োজন এবং তাতে কী কী থাকা বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করতে এর একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)। এটির পূর্ণতার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ এবং অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞদের মতামত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এই রূপরেখায় তামাককর নীতির শিরোনাম প্রস্তাব করা হয়েছে, "জাতীয় তামাক কর নীতি-২০২১"। রূপরেখা অনুসারে জাতীয় তামাক কর নীতিতে মোট ৯টি অধ্যায় থাকবে। বিএনটিটিপির নিউজলেটারে ধারাবাহিকভাবে এ অধ্যায়গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারে নবম সংখ্যায় 'পঞ্চম অধ্যায়' প্রকাশ করা হলো।

পঞ্চম অধ্যায়ে মূলত তামাক চাষ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে একটি মাত্র অনুচ্ছেদ রয়েছে। 'তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর করারোপ' শীর্ষকব এ অনুচ্ছেদে তামাক চাষী এবং তামাক চাষে ব্যবহৃত জমির তালিকা তৈরিতে এনবিআর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করা; কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিদ্যমান তামাক চাষের জমি চিহ্নিতকরণ, তালিকা তৈরি করা এবং নিরুৎসাহিতকরণে তামাক চাষকে করের আওতায় নিয়ে আসা; 'তামাক চাষী ও তামাক কোম্পানির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তিতে তামাক চাষ' নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া; তামাক চাষীদের কোনোরকম ভর্তুকি বা কর রেয়াতের জন্য বিবেচনা না করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদের অধীনে আরও বলা হয়েছে, তামাক চাষ ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে শিশু শ্রমিক ব্যবহার বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা; তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে করের আওতায় আনা; কাঁচা তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও চুল্লি করের আওতায় নিয়ে আসা; তামাক পাতা রপ্তানিতে ভর্তুকি ও কর রেয়াত বন্ধ করা; এবং তামাক কোম্পানি কর্তৃক অন্য যেকোনো পণ্য রপ্তানিতে কর ছাড় প্রদান বন্ধ করা।

প্রথম পাতায় ফিরে যান